পৌরসভার উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও জীবাণুনাশক স্প্রে

পৌরসভার উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালের দিকে মেহেরপুর পৌরসভা চত্বর থেকে জীবাণুনাশক স্প্রে করণ শুরু করা হয়।

পরে পৌরসভার কর্মীরা মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়কে জীবাণুনাশক স্প্রে করে।

এর আগে পৌর মেয়র সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, “করোনাভাইরাস কে কেউ অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবেন না। অযথা কেউ বাড়ির বাইরে বের হবেন না।”

মেহেরপুরে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক জীবাণুনাশক স্প্রে

মেহেরপুরে ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দূর করতে এবং মানুষকে সুস্থ্য রাখার লক্ষ্যে এই স্প্রে প্রদান করে তারা।

গতকাল সোমবার সকালের দিকে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন জায়গাতে এই স্প্রে প্রদান করেছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার জাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে স্প্রে করা হয়।

দর্শনায় ফেন্সিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

দামুড়হুদার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাত ১০ টায় দামুড়হুদার দর্শনা থানায় অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুুর রহমানের নির্দেশে এস আই সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় সদস্য নিয়ে পারকৃষ্ণপুর
- মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের ইব্রাহিম হোসেনের ছেলে আহসান
(৪০) ও আদম আলীর ছেলে শাহজাহান (১৯) এর বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে ৪০ বোতল ফেন্সিডিল সহ তাদের কে আটক করেন।

এস আই সাইফুল ইসলাম জানান, “গোপন সংবাদের মাধ্যমে তাদের আটক করি। তাদের স্বীকারোক্তি জানতে পারি এদের একটি চক্র অভিনব কায়দায় মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিলো।”

তিনি আরও বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন এর কঠোর বার্তা জিরো টলারেন্স। মাদক ব্যবসায়ীরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন কেউ রেহাই পাবে না।”

আটককৃতের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেছেন।

জীবননগরে সরকারি ঘর নির্মাণের অনিয়মের অভিযোগ করাই

কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা

দুর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত সরকারি ঘর নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ করাই বিপাকে পড়েছেন ভুক্তোভোগী অসহায় পরিবারটি। অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও অসহায়ের মত কর্তৃপক্ষের দারে দারে ঘুরেও কোন বিচার পাননি। তাদের শেষ সম্বল ভিটা মাটি যে টুকু ছিল সেটুকু এই ঘর নির্মাণের জন্য সরকারের নামে বন্দোবস্ত দিয়ে তারা এখন পথে বসেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নে।

জানা যায়, জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের জাফরাবাজ পাড়ায় মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে সোহরাফ হোসেনের নামে দুর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের বরাদ্দকৃত দুর্যোগ সহনীয় দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দেশের অসহায় গরিব মানুষের জন্য সরকার একটি করে ঘর বরাদ্ধ দিয়েছিলেন।

তারই অংশ হিসেবে সোহরাফ হোসেনের নামে একটি ঘর বরাদ্ধ দেন অত্র ইউপি পরিষদের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি বিশ্বাস। কিন্তুু সেই ঘর নির্মানের জন্য সোহরাফ হোসেনের কাছ থেকে দফায় দফায় অর্থ আদায়ের অভিযোগ অত্র ইউনিয়ন পরিষদের এক ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে।

বিষয়টি এলাকায় জানাযানি হলে এমনকি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সবার মাঝে হাজারো নিন্দার ঝড় ওঠে। তার পর থেকে আপাততো ঘর নির্মাণের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে করে অসহায় পরিবারটি পড়েছেন বড়ই বিপদে, বর্তমানে তার মাথা গোজার মত যে টুকু আশ্রয় ছিল সে টুকুও হারিয়ে আজ পথে বসেছেন।

তার কাছ থেকে দফায় দফায় এই ঘর নির্মাণের জন্য বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যে অর্থ আদায় করেছেন তার একটু ন্যায় বিচারের আশাই বিভিন্ন সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দারস্ত হয়েছেন এটাই ছিল তার অপরাধ।

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে ডিবি পুলিশের খাদ্য বিতরণ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর পক্ষে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছে।

সোমবার রাতে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর ব্যবস্থাপনায় সদর উপজেলার গোপালপুর ও মদনা গ্রামের দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম এই খাদ্য সামগ্রী অসহায় মানুষের হাতে তুলে দেন।

মেপ্র/এমএফআর

৭ হাজার পরিবার পেয়েছে মেহেরপুর পৌর মেয়রের খাদ্য উপহার

মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর খাদ্য উপহার সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

রমজানের ক্লান্তি উপেক্ষা করে বাড়ি বাড়ি ছুটছেন খাদ্য নিয়ে।

করোনার সংকটময় পরিস্থিতির শুরু থেকে এ পর্যন্ত শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রায় ৭ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রতিটি পরিবারের মাঝে খাদ্য উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে বলে জানান মেয়র রিটন।

এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার বিকালে শহরের ৮ নং ওয়ার্ডে দেওয়া হয় খাদ্য উপহার।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক ইমন এর পক্ষ থেকে খাদ্য উপহার বিতরণ

মেহেরপুর জেলার নিয়মিত দৈনিক পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক ও আনিশা গ্রুপ এর চেয়ারম্যান এম এ এস ইমন এর পক্ষ থেকে অসহায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার রাতে শহরের ১নং ওয়ার্ডের প্রায় ২শ পরিবারকে এই খাদ্য উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

করোনার সংকটময় পরিস্থিতিতে খাদ্য বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান এম এ এস ইমন।

বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবাইকে এক যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহবান জানান এম এ ইমন।

খাদ্য বিতরণে সহযোগিত করেন শিশির অরুপ, মাসুদ রানা মাস্টার, ফারুক, বিপুল, টিংকু, ইমরুল।

মেপ্র/এমএফআর

মুজিবনগরে ৪৯ বোতল ফেনসিডিল সহ মাদক কারবারী আটক

মুজিবনগরে ৪৯ বোতল ফেনসিডিল সহ রমজান আলী(২০) নামের এক মাদক কারবারী আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর গ্রামের মাদারতলা নামক স্থান থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত মাদক কারবারী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার হুদাপাড়া গ্রামের মৃত দয়াল আলীর ছেলে। পুলিশ সূত্রে যানা গেছে,আসামী মাদক বিক্রির উদ্যেশে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর গ্রামের মাদারতলা নামক স্থানে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদেন ভিত্তিতে রতনপুর আইসি ক্যাম্পের এর ইনচার্য এস আই সাইদুর রহমান নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ সেখানে অভিযান চালানো হয়।

অভিযান চলাকালীন সময় আসামীকে সেখানে মাদকসহ দাড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পরে তার কাছে তল্লাশী করে ৪৯ বতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান,ফেনসিডিলসহ আসামীকে হাতেনাতে আটক করা হয়েছে।তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মাদক মামলা পক্রিয়াধীন।

ফলোআপ : নিরব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, আরো বেপরোয়া কিরণ

কোন নিয়োগ পত্র ছাড়াই চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা হারদির উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেকে জিম্মি করে রেখেছে কিরণ। মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন ভাবে প্রতিবাদ দেওয়ার চেষ্টা করলেও নিয়োগের সপক্ষে কোন কাগজ দেখাতে পারেননি কিরণ। এদিকে কোন নিয়োগ না থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। কি কারণে ব্যবস্থা নিতে পারছেন তাও জানেনা এলাকাবাসী। ফলে এলাকাবাসীর প্রশ্ন কিরণের খুঁটির জোর

কোথায়।
কিরণ এমন কোন অপকর্ম নেই যা কিরণ দ্বারায় সংঘঠিত হয় না। সে একসময় ছিলো ডিম বিক্রেতা পরবর্তী করিমন ও অটোচালক।

আলমডাঙ্গা উপজেলা হারদী গ্রামের সিলাফত শেখ এর ছেলে কিরণ হারদী হাসপাতালের রোগিদের জিম্মি করে অর্থ আদায় করে আসছে। সরকারী ভবন দখল করে ঔষধ ফার্মেসী করেছে যেখানে স্বাস্থ্য বিভাগের উদাসীনতা। সরকারী ভবনে রাত্রী বেলায় নারীদের কে নিয়ে ফুর্তি বলে জানান, নাম না প্রকাশ করার শর্তে হারদী হাসপাতালের কর্মকর্তা একাধিক ব্যক্তি জানান।

হারদী হাসপাতালের কর্মকর্তা একাধিক চিকিৎসক মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন আমরা প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হওয়ার পরেও কিরণের কাছে আমরা ছাগল ভেড়ার তুল্য। হারদি হাসপাতালের সামনে কয়েক জন ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করিবার শর্তে বলে বিগত ১মাস আগে পুলিশ কেস ফরম এর জন্য ৫ শত টাকা চাই কিরণ। দিতে না চাইলে রোগির স্বজনদের সাথে কিরণের হাতাহাতি হয়।

কোন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলে পুলিশ কেস ফরম বাবদ ৩শত থেকে ৮ শত টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকে কিরণ কে বলে রোগির স্বজনরা জানান কোন দুর্ঘটনায় আঘাত প্রাপ্ত রোগি ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিতে গেলে রোগিজন প্রতি ৫০-থেকে ১ শত টাকা নিয়ে থাকে।

কিরণের সাথে যোগাযোগ করিলে মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান আমি স্বাস্থ্য বিভাগের অনুমতি না নিয়ে হাসপাতালের কক্ষ দখল করে আছি। ঔষধ বিক্রয় করে থাকি আমার সে ক্ষমতা আছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের হারদী (আর এম ও) ডা: মুতুজ্জা আরিফিন বলেন, কিরণের নিয়োগের বিষয় এবং হাসপাতালের রুম বরাদ্দ বিষয় আমার কিছু জানা নাই টিএইচও স্যারে সাথে কথা বলেন আমি কিছু বলিতে পারিবো না।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের হারদী টিএইচও সাথে যোগাযোগ করিলে ফোনে পাওয়া যায়নি। তবে এর আগে তিনিও এ ব্যাপারে কিরণের কোন নিয়োগ নেই বলে জানিয়েছিলেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান ও হারদী হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির সদস্য আয়ুব আলী বলেন, কিরণের নিয়োগের বিষয় আমার জানা নেই। হারদী হাসপাতাল পরিচালনা কমিটি কাউকে রুম বরাদ্দ দেওয়া হয়নি।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের হারদী হাসপাতালের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা-১আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে মোবাইলে পাওয়া যায়নি।

পড়ুয়া কোন সন্তান না থাকলেও শিক্ষা ভাতা নেন স্বাস্থ্য পরিদর্শক নাজমুল

মিথ্যা তথ্য দিয়ে সরকারি শিক্ষা ভাতা উত্তোলনের অভিযোগ উঠেছে গাংনী উপজেলা সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক নাজমুল হকের বিরুদ্ধে। অধ্যয়নরত কোন সন্তান না থাকলেও গত চার বছর ধরে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সরকারি সুবিধা ভোগ করে আসছে।

জানা গেছে, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক নাজমুল হকের দুই মেয়ে আছে। যারা উভয়ই বিবাহিত জীবন যাপন করছেন। এমন অবস্থ্◌ায় সরকারি শিক্ষা ভাতা উত্তোলনের বৈধতা নাজমুল হকের নেই। এরপর বর্ষা নামের এক মেয়ের নাম দিয়ে বছরের পর বছর নিয়ে আসছে ভাতা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাজমুল হক বলেন, এমন কাজতো অনেকেই করে। আর আমিতো আমার ভায়ের মেয়ে বর্ষার দ্বায়িত্ব নিয়েছি। সেই হিসেবে আমি এই টাকা তুলতেই পারি। কত বছর ধরে টাকা তুলছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি গত পাচঁ মাস ধরে টাকা তুলছি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম বলেন, এ বিষয়টি আমার জানা নেই। তদন্ত সাপেক্ষে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।